বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০০৫.২১-৮৭

তারিখ: ১৯ ফাল্গুন ১৪২৭ / ০৪ মার্চ ২০২১

পরিপত্র-২

বিষয়ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন- ২০২১ উপলক্ষে প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচন, প্রতীক বরাদ্দ, CIMS সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে এবং নির্ধারিত ছকে তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে ১ম পর্যায়ের ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচনের নির্বাচনি তফসিল ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জন্য স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯; স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০; ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৫ এবং ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এ অনেক নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সকল নতুন বিষয়াদি সকলের জানা আবশ্যক। অপরদিকে অনেকেই এইবারই প্রথম প্রার্থী হবেন। নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ব্যক্তিবর্গ এবং প্রার্থীদেরকে অবহিত করার জন্য কতিপয় বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

২। **প্রার্থীর যোগ্যতাঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ২৬(১) ধারা মতে কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হবার যোগ্য হবেন (পরিশিষ্ট-ক), যদি-

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;
(খ) তাঁর বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয়;
(গ) চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের যে কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম লিপিবদ্ধ থাকে;
(ঘ) সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ থাকে।

৩। **ধারা ২৬ এর বিধান সাপেক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণঃ** ধারা ২৬ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য কোন ব্যক্তিকে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত বা স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এ ১৯ক দ্বারা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

"১৯ক। নির্বাচনে অংশগ্রহণ- ধারা ২৬ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য কোন ব্যক্তিকে কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত বা স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে হবে।"

৪। **প্রার্থীর অযোগ্যতাঃ** আইনের ধারা ২৬ এর বিধানমতে কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচিত হওয়ার বা থাকার যোগ্য হবেন না, যদি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান ;
(খ) তিনি কোন আদালত কতৃর্ক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হন ;
(গ) তিনি কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর দায় হতে অব্যাহতি লাভ না করে থাকেন ;
(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন ২ (দুই) বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাঁর মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বছর কাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে ;
(ঙ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ;
(চ) তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য হন;

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

(ছ) তিনি বা তাঁর পরিবারের উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের কোন কাজ সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা এর জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা সংশ্লিষ্ট পরিষদের কোন বিষয়ে তাঁর কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাবশ্যক কোন দ্রব্যের ডিলার হন;

(জ) মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার তারিখে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী রাখেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত নিজস্ব বসবাসের নিমিত্ত গৃহ-নির্মাণ অথবা ক্ষুদ্র কৃষিঋণ এর আওতাভুক্ত হবে না;

(ঞ) তিনি স্থানীয় সরকার পরিষদ কিংবা সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী পরিশোধের জন্য নির্ধারিত অর্থ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার পরিষদকে পরিশোধ না করেন;

(ট) তিনি পরিষদের তহবিল তসরূফের কারণে দন্ডপ্রাপ্ত হন;

(ঠ) তিনি এই আইনে বর্ণিত অপরাধে অথবা নির্বাচনি অপরাধ সংক্রান্ত অপরাধে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাঁর মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ড) কোন সরকারি বা আধা-সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি ইত্যাদি হতে নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি, অসদাচরণ, ইত্যাদি অপরাধে চাকুরিচ্যুত হয়ে ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে;

(ঢ) তিনি বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দন্ডবিধির ধারা ১৮৯ ও ১৯২ এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হন;

(ণ) তিনি বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে যে কোন সময়ে দন্ডবিধির ধারা ২১৩, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৫৩ এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হন;

(ত) তিনি কোন আদালত কর্তৃক ফেরারি আসামি হিসেবে ঘোষিত হন;

(থ) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হন; এবং

(৩) প্রত্যেক চেয়ারম্যান বা সদস্য পদপ্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়, এ মর্মে একটি হলফনামা দাখিল করবেন যে, উপধারা (২) অনুযায়ী তিনি চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচনের অযোগ্য নন।

৫। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশঃ** রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করবেন।

(২) বিধি ১৫ এর অধীন যদি কোন আপীল দায়ের করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত আপীলের উপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর, উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের নামের চূড়ান্ত তালিকা ফরম **"ঘ-১"** এ প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করবেন।

৬। **প্রার্থিতা প্রত্যাহারঃ** বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী তদকর্তৃক স্বাক্ষরযুক্ত একটি লিখিত নোটিশ, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন বা উহার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট স্বয়ং বা এতদুদ্দেশ্যে তদ্দকর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত কোন প্রতিনিধি মারফত দাখিল করিয়া তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

(২) বিধি ১৭(১) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কোন নোটিশ কোন অবস্থাতেই প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাবে না।

(৩) বিধি ১৭(১) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কোন নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া রিটার্নিং অফিসার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নোটিশে প্রদত্ত স্বাক্ষর প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত, তাহা হইলে তিনি নোটিশের একটি কপি তাহার কার্যালয়ের সহজে দৃষ্টি গোচরে আসে এমন কোন স্থানে টাংগাইয়া দিবেন।

৭। **ভোট গ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যুঃ** বিধি ২০ অনুযায়ী-

(১) ভোট গ্রহণের পূর্বে চেয়ারম্যান পদে মনোনীত বৈধ কোন প্রার্থীর মৃত্যু হলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদের নির্বাচন কার্যক্রম রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির দ্বারা বাতিল করে দিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপবিধি (১) এর অধীন গৃহীত ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে জানাবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে অবহিত হবার অব্যবহিত পর কমিশন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার সংশ্লিষ্ট পদে নূতন নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করবেন এবং কমিশনের উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ইতিপূর্বে কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ বলে সাব্যস্ত হয়ে থাকলে এবং তিনি তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করে থাকলে তাকে নূতন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে না।

(৪) ভোটগ্রহণের পূর্বে সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য ও সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদে মনোনীত বৈধ কোন প্রার্থীর মৃত্যু হলে ভোট গ্রহণ অবশিষ্ট প্রার্থীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৮। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনঃ** ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য বা সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনে বিধি ১৪ এর অধীন বাছাইয়ের পর বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী অথবা বিধি ১৭ এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা কেবলমাত্র একজন হলে রিটার্নিং অফিসার বিধি ১০ এর উপবিধি (১) এর দফা (গ) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত তারিখের পর, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা উক্ত প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবেন এবং কমিশনের নিকট ফরম ''ঙ'' তে একটি বিবরণী প্রেরণ করবেন এবং তাঁর অফিসের নোটিশ বোর্ডে সেটির কপি টাংগিয়ে দিবেন।

৯। **প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক নির্বাচন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশঃ** (১) যদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য হিসেবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হয়, তাহলে উক্ত পদের জন্য ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১০ এর উপবিধি(১)(ঘ) এর অধীন ভোট গ্রহণের নির্ধারিত তারিখের অন্তত দশ দিন পূর্বে বিধি ২২ এর উপবিধি (২) অনুসারে প্রস্তুতকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে প্রকাশ করবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম ও ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের নাম এবং বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম সম্বলিত একটি তালিকা ফরম ''চ'' অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রস্তুত করবেন। উল্লেখ্য, উক্ত তালিকা ফরম 'চ' অনুসারে কম্পিউটারে প্রস্তুত করতে হবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত তারিখের পরের দিন, নির্বাচন কমিশন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনি এজেন্টকে ফরম-''চ'' অনুযায়ী প্রকাশিত তালিকার অনুলিপি সরবরাহ করবেন। উক্ত তালিকায় ভোটগ্রহণের তারিখ ও ভোটগ্রহণের সময়সীমাও উল্লেখ করতে হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরিত ফরম-চ এর উপরের ডানদিকের কোণায় অবশ্যই ভোটার সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

১০। **মনোনয়ন সম্পর্কিত তথ্যাবলী সরবরাহঃ** মনোনয়ন পত্র দাখিল, বাছাই, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী, আপিল, প্রত্যাহার, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য উপজেলা নির্বাচন অফিসারগণ রিটার্নিং অফিসারগণের নিকট হতে সংগ্রহ করে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/ জেলা নির্বাচন অফিসারগণের নিকট প্রেরণ করবেন এবং সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/ জেলা নির্বাচন অফিসারগণ নির্ধারিত দিনেই ইন্ট্রানেট মারফত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নিকট সংযুক্ত ছক (পরিশিষ্ট-খ) মারফত প্রেরণ করবেন।

১১। **একই সংগে চেয়ারম্যান ও সদস্য (মেম্বার) এর নির্বাচন অনুষ্ঠানঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন ভোটগ্রহণের নির্ধারিত তারিখে একই সংগে চেয়ারম্যান এবং সংরক্ষিত আসনের সদস্য ও সাধারণ আসনের সদস্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১২। **ভোট গ্রহণের সময়সূচীঃ** রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোটগ্রহণের সময়সুচী নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত সময়সুচী সম্পর্কে, তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে, জনসাধারণকে অবহিত করিবেন। এই প্রসংগে আপনার অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, **ভোটগ্রহণ আগামী নির্ধারিত দিনে সকাল ৮.০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতীহীনভাবে অনুষ্ঠিত হইবে।** তদনুযায়ী আপনি ভোটগ্রহণের সময় উল্লেখ করিয়া আপনার বিবেচনামতে উপযুক্ত পদ্ধতিতে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে নোটিশ জারী করবেন।

১৩। **অভিযোগ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর রেজিস্টার সংরক্ষণঃ** নির্বাচনের বিষয়ে বা ভোটকেন্দ্র স্থাপন, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ বা আচরণ বিধি ভংগ, ইত্যাদি বিষয়ে প্রাপ্ত সকল অভিযোগ সম্পর্কিত একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে। উক্ত রেজিস্টারে অভিযোগকারীর নাম, অভিযোগকারীর ঠিকানা, কোন ইউনিয়ন/ওয়ার্ড/পদ সম্পর্কিত, কি ধরণের অভিযোগ ইত্যাদি উল্লেখ থাকিতে হইবে। অভিযোগের উপর গৃহিত ব্যবস্থাও উক্ত রেজিস্টারে লিখিয়া রাখিতে হইবে। নির্বাচন চলাকালীন প্রতি ০৭(সাত) দিন পর পর রিটার্নিং অফিসারগণ উপজেলা নির্বাচন অফিসারের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিবেন এবং উপজেলা নির্বাচন অফিসার তাহা সংরক্ষণ করবেন। নির্বাচন কমিশনের চাহিদা অনুসারে উপজেলা নির্বাচন অফিসারগণ তাৎক্ষণিক এবং নির্বাচনের পর স্ব স্ব উপজেলার তথ্যাদি একীভূত আকারে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন। বিষয়টি সকল রিটার্নিং অফিসারকে জানাইয়া দিতে হবে।

১৪। **পরিপত্র ও অন্যান্য নির্দেশনা রিটার্নিং অফিসারসহ সংশ্লিষ্টদের সরবরাহঃ** নির্বাচন কমিশন হইতে জারীকৃত পরিপত্র, আদেশ, নির্দেশ, আইন, বিধিমালা ইত্যাদির প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/জেলা নির্বাচন অফিসার বা উপজেলা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক রিটার্নিং অফিসারসহ সংশ্লিষ্টদেরকে সরবরাহ করবেন।

১৫। **নির্ধারিত প্রতীকের তফসিলঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর তফসিল-২ এ চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীর জন্য মোট ৪০(চল্লিশ)টি প্রতীক, তফসিল-৩ এ চেয়ারম্যান পদে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য ১০(দশ) টি প্রতীক, তফসিল-৪ এ সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য মোট ১০(দশ)টি প্রতীক এবং তফসিল-৫ এ সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের জন্য মোট ১২(বার)টি প্রতীক রয়েছে। প্রতীকগুলি নিম্নরূপঃ

তফসিল-২
[বিধি ১৯(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

চেয়ারম্যান পদে রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহের তালিকা

১। ছাতা	১৫। গোলাপ ফুল	২৯। চেয়ার
২। বাই-সাইকেল	১৬। মই	৩০। হাত ঘড়ি
৩। চাকা	১৭। গরুর গাড়ি	৩১। মিনার
৪। গামছা	১৮। ফুলের মালা	৩২। রিক্সা
৫। কাস্তে	১৯। বটগাছ	৩৩। হাত পাখা
৬। নৌকা	২০। হারিকেন	৩৪। মোমবাতি
৭। ধানের শীষ	২১। আম	৩৫। হক্কা **
৮। কবুতর	২২। খেজুর গাছ	৩৬। কোদাল
৯। কুঁড়ে ঘর	২৩। উদীয়মান সূর্য	৩৭। দেওয়াল ঘড়ি
১০। হাতুড়ি	২৪। মাছ	৩৮। হাত (পাঞ্জা)
১১। কুলা	২৫। বাঘ *	৩৯। ছড়ি
১২। লাঙ্গল	২৬। গাভি	৪০। টেলিভিশন
১৩। মশাল	২৭। কাঁঠাল	
১৪। তারা	২৮। সিংহ	

বিঃ দ্রঃ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নং-১০৭৯৩/২০১৮ এর বিগত ১৪ নভেম্বর ২০১৮ আদেশের প্রেক্ষিতে **বাংলাদেশ কংগ্রেস**-কে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন প্রদান (নিবন্ধন নং ০৪৪, তারিখ: ০৯/০৫/২০১৯) ও **'ডাব' প্রতীক** সংরক্ষণ করে নির্বাচন কমিশন হতে ১৭.০০.০০০০.০২৫.৫০.০৭৭.১৮-৬৩৪ স্মারকমূলে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়, যা ১২ মে ২০১৯ তারিখের বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

* নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭/১৪ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং-১৭.০০.০০০০.০২৫.৫০. ০৩১.০৮-৪৯৬ এর মাধ্যমে "প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল" এর নিবন্ধন (নিবন্ধন নং-০২৬, তারিখঃ ১৩/১১/২০০৮, প্রতীক-বাঘ) বাতিল করা হয়েছে।

** নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে ২৪ মাঘ, ১৪২৭/২৮ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং-১৭.০০.০০০০.০২৫.৫০. ০৫৪.০৮-১০১ এর মাধ্যমে "জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা" এর নিবন্ধন (নিবন্ধন নং-০৩৬, তারিখ: ২৪/০৭/২০১৪, প্রতীক-হক্কা) বাতিল করা হয়েছে।

তফসিল-৩
[বিধি ১৯(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

চেয়ারম্যান পদে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহের তালিকা

১। অটোরিক্সা	৬। টেলিফোন
২। আনারস	৭। চশমা
৩। ঘোড়া	৮। দুটি পাতা
৪। টেবিল ফ্যান	৯। মোটর সাইকেল
৫। ঢোল	১০। রজনীগন্ধা

তফসিল-৪
[বিধি ১৯(১)(গ) দ্রষ্টব্য]

সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহের তালিকা

১। কলম	৬। বক
২। ক্যামেরা	৭। সাঁকো
৩। তালগাছ	৮। মাইক
৪। জিরাফ	৯। হেলিকপ্টার
৫। বই	১০। সূর্যমুখী ফুল

তফসিল-৫
[বিধি ১৯(১)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

সাধারণ আসনের সদস্য পদের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহের তালিকা

১। আপেল	৭। টর্চ লাইট
২। ক্রিকেট ব্যাট	৮। ভ্যান গাড়ি
৩। ঘুড়ি	৯। বৈদ্যুতিক পাখা
৪। টিউবওয়েল	১০। মোরগ
৫। পানির পাম্প	১১। লাটিম
৬। ফুটবল	১২। তালা

১৬। **অতিরিক্ত প্রতীকঃ** নির্ধারিত এই সকল প্রতীকের মধ্য হতে রিটার্নিং অফিসারকে প্রতীক বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে যদি প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর চেয়ারম্যান পদে স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১০ এর অধিক, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১০ এর অধিক এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১২ এর অধিক হয়, তাহলে প্রতীক বরাদ্দের জন্য আরও অতিরিক্ত প্রতীকের প্রয়োজন হবে। এইরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিধিমালার ১৯ বিধির (৩) উপবিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক চেয়ারম্যান পদের জন্য, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য পদের জন্য এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তালিকা নিম্নে দেয়া হলঃ

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান (স্বতন্ত্র), সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য ও সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদে অতিরিক্ত প্রতীকসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	পদের নাম	প্রার্থীদের প্রতীকসমূহ			
১	চেয়ারম্যান (স্বতন্ত্র)	**প্রথম তালিকা**			
		১	কাপ-পিরিচ	৪	গিটার
		২	রেডিও	৫	টাইপ-রাইটার
		৩	দোয়াত-কলম	৬	ব্যাটারী
		দ্বিতীয় তালিকা			
		১	টেবিল	৩	বালতি
		২	টিয়া পাখি	৪	ফ্ল্যাস্ক
২।	সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য	**প্রথম তালিকা**			
		১	প্রজাপতি	৪	ক্যামেরা
		২	সেলাই মেশিন	৫	ময়ূর
		৩	কলস	৬	ঢেঁকি
		দ্বিতীয় তালিকা			
		১	ফুলের টব	৩	পাগড়ী
		২	তীর ধনুক	৪	পেঁপে

৩।	সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য	প্রথম তালিকা			
		১	হাতি	৪	হাঁস
		২	ফেজটুপি	৫	বাস
		৩	কুমির	৬	পানপাতা
		দ্বিতীয় তালিকা			
		১	খরগোস	৩	কেটলী
		২	গ্লাস	৪	স্টিল আলমারি

১৭। **চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনী প্রতীকের সাধারণ তালিকাঃ** চেয়ারম্যান পদের জন্য নির্ধারিত প্রতীকের ১নং তালিকায় সর্বমোট ১০টি প্রতীক রহিয়াছে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যে সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১০ এ সীমাবদ্ধ থাকিবে সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারকে চেয়ারম্যান পদের জন্য নির্ধারিত ১নং তালিকা হতে প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে।

১৮। **চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনি প্রতীকের সাধারণ তালিকাঃ** চেয়ারম্যান পদে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের জন্য তফসিল-২ এ বর্ণিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকের মধ্য হতে তার দলের প্রতীক মনোনয়ন পত্রে উল্লেখ করতে হবে। চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর জন্য তফসিল-৩ এ বর্ণিত নির্ধারিত প্রতীকের তালিকায় সর্বমোট ১০টি প্রতীক রয়েছে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যে সকল ইউনিয়ন পরিষদর চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা ১০ এ সীমাবদ্ধ থাকবে সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারকে চেয়ারম্যান পদের স্বতন্ত্র প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত তফসিল-৩ এ বর্ণিত তালিকা হতে প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে।

১৯। **সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য পদের নির্বাচনী প্রতীকের সাধারণ তালিকাঃ** সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত প্রতীকের ১ নম্বর তালিকায় সর্বমোট ১০টি প্রতীক রহিয়াছে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যে সকল সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১০ এ সীমাবদ্ধ থাকিবে, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারকে সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত ১নং তালিকা হইতে প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে।

২০। **সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য পদের নির্বাচনী প্রতীকের অতিরিক্ত তালিকাঃ** সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১০ এর অধিক হইলে সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য পদের অতিরিক্ত প্রতীকের তালিকা অনুসরণ করিতে হইবে। সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য পদে অতিরিক্ত প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করিতে হইবেঃ

(ক) যেইক্ষেত্রে সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১০ এর উর্দ্ধে, কিন্তু ১৬ পর্যন্ত, সেইক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতীকের নির্ধারিত ১ম তালিকা হইতে প্রতীক বরাদ্দ করিতে হইবে;

(খ) যেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১৬ এর উর্দ্ধে, কিন্তু ২০ পর্যন্ত, সেইক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতীকের নির্ধারিত ২য় তালিকা হইতে প্রতীক বরাদ্দ করিতে হইবে; এবং

২১। **সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের নির্বাচনী প্রতীকের সাধারণ তালিকাঃ** সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত প্রতীকের ১ নম্বর তালিকায় সর্বমোট ১২টি প্রতীক রহিয়াছে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যে সকল সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১২ এ সীমাবদ্ধ থাকিবে, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারকে সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত ১নং তালিকা হইতে প্রতীক বরাদ্দ করিতে হইবে।

২২। **সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের নির্বাচনী প্রতীকের অতিরিক্ত তালিকাঃ** সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১২ এর অধিক হইলে সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের অতিরিক্ত প্রতীকের তালিকা অনুসরণ করিতে হইবে। সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদে অতিরিক্ত প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করিতে হইবেঃ

(ক) যেইক্ষেত্রে সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১২ এর উর্দ্ধে, কিন্তু ১৮ পর্যন্ত, সেইক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতীকের নির্ধারিত ১ম তালিকা হইতে প্রতীক বরাদ্দ করিতে হইবে;

(খ) যেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১৮ এর উর্দ্ধে, কিন্তু ২২ পর্যন্ত, সেইক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতীকের নির্ধারিত ২য় তালিকা হইতে প্রতীক বরাদ্দ করিতে হইবে; এবং

২৩। **মনোনয়নপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে প্রতীকের নাম লিপিবদ্ধকরণঃ** যদি কোন পদের জন্য একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক প্রার্থী–

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল ৩;

(খ) সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল ৪; এবং

(গ) সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল ৫

এ উল্লিখিত প্রতীকের তালিকা হইতে পছন্দমত যে কোন একটি নির্বাচনী প্রতীক বাছাই করিয়া লইবেন এবং উহা মনোনয়নপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৪। **রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রতীক বরাদ্দকরণঃ** বিধিমালার ১৯ বিধির (২) উপ-বিধি অনুসারে যদি একই প্রতীকের জন্য একাধিক দাবীদার থাকে, তাহা হইলে যতদূর সম্ভব, প্রার্থীদের ইচ্ছা বিবেচনায় রাখিয়া, রিটার্নিং অফিসার প্রতীক বরাদ্দ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে তিনি এই কাজের জন্য লটারীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন। এখানে উল্লেখ্য, প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। **রিটার্নিং অফিসার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত শেষ তারিখ অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তী দিবসে প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করিবেন।** কোন অবস্থাতেই প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত শেষ তারিখের পূর্বে কোন প্রার্থীকে প্রতীক বরাদ্দ করা যাইবে না।

২৫। **অতিরিক্ত প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করাঃ** বিধিমালার তফসিলে নির্ধারিত প্রতীকগুলি বরাদ্দ করিয়া নিঃশেষ করিবার পর রিটার্নিং অফিসারকে অতিরিক্ত প্রতীক বরাদ্দের কাজে হাত দিতে হইবে। নির্ধারিত প্রতীক বরাদ্দ নিঃশেষ না করিয়া অতিরিক্ত প্রতীক বরাদ্দ করা যাইবে না। কেননা তফসিলে বর্ণিত নির্ধারিত প্রতীক এবং প্রার্থীর সংখ্যা সমান হইলে বা সংখ্যা কম হইলে নির্বাচন কমিশন তফসিলে বর্ণিত নির্ধারিত সংখ্যার প্রতীকগুলি ব্যালট পেপারে মুদ্রন করিবে। নির্ধারিত সংখ্যার বেশী প্রার্থী হইলে কেবল অতিরিক্ত প্রতীক দ্বারা ব্যালট পেপার মুদ্রণ করা হইবে। অতএব, অতিরিক্ত প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। অতিরিক্ত প্রতীক বরাদ্দের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জানাইয়া দিবেন এবং তাহাদের স্বাক্ষর নিয়া নিবেন।

২৬। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত ও প্রেরণঃ** চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ও প্রতীকসহ এবং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য ও সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রতীকসহ নির্ধারিত ফরমে ব্যালট পেপার ছাপানো হবে। সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের ব্যালট পেপারে প্রার্থীর নাম থাকবে না। সুতরাং প্রার্থীদের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতীক বরাদ্দ করার পর বরাদ্দকৃত প্রতীকসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম প্রস্তুতের সময় আপনি ফরম 'চ'-তে বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম (যেক্ষেত্রে একটি পদে একাধিক প্রার্থীর নাম একই হয়, সেক্ষেত্রে প্রার্থীর পিতার/স্বামীর নাম) এবং প্রত্যেক প্রার্থীর বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম সুনিদির্ষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত 'চ' ফরমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নামের তালিকা প্রস্তুত করবেন। এক্ষেত্রে প্রার্থীদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা (প্রতীক বরাদ্দ করাসহ) সরবরাহ করবেন এবং তাঁহাদের স্বাক্ষর নিবেন। প্রতীক বরাদ্দের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুতের সাথে সাথেই নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন। **এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, 'চ' ফরমের উপরে ডানদিকের কোণায় প্রত্যেক পদের বিপরীতে পুরুষ, মহিলা ও মোট ভোটার সংখ্যা উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।**

২৭। **CIMS সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহঃ** Candidate Information Management System (CIMS) - এর মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীদের তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল হতে শুরু করে প্রতীক বরাদ্দ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ের তথ্য CIMS সফ্‌টওয়্যারে সংরক্ষণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/জেলা নির্বাচন অফিসার ও উপজেলা নির্বাচন অফিসার/রিটার্নিং অফিসার তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে আইসিটি অনুবিভাগের সাথে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে CIMS সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের নিকট উপরিল্লিখিত তথ্যাদি প্রেরণ করতে পারবেন।

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরই যতদুত সম্ভব নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আইটি অনুবিভাগ হতে CIMS সফ্‌টওয়্যারের ইউজার ও পাসওয়ার্ড সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার ইন্টারনাল একাউন্টে প্রেরণ করা হবে। দুই ধরনের ইউজার-পাসওয়ার্ড প্রদান করা হবে, যার একটি ইউজার দিয়ে ডাটা এন্ট্রি ও স্ক্যানকৃত ডকুমেন্ট সংযুক্ত করার জন্য এবং অপর ইউজার দিয়ে প্রার্থীর বৈধ/বাতিল/প্রত্যাহার/প্রতীক বরাদ্দ সহ বিভিন্ন ফরমেটে প্রার্থীর তথ্য প্রিন্ট করার সুবিধা পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, ডাটা এন্ট্রির জন্য প্রদেয় ইউজার-পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে EMS (Eletion Management System) সফ্‌টওয়্যারেও ইউনিয়ন এর ভোটকেন্দ্রের তালিকা এন্ট্রি করতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে শুধুমাত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীদের বিস্তারিত তথ্য CIMS সফ্‌টওয়্যারে এন্ট্রি হবে। তবে সাধারণ ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের শুধুমাত্র সংখ্যাগত তথ্য নেয়া হবে। প্রার্থীর মনোনয়নপত্র রিটানিং অফিসারের নিকট জমা হলে রিটানিং অফিসার এর এক কপি উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা CIMS এ চেয়ারম্যান প্রার্থীর তথ্য এন্ট্রি করবেন এবং সংযুক্ত ডকুমেন্ট স্ক্যান করে সংযুক্ত করবেন। সকল তথ্য নির্ধারিত সময়ে এন্ট্রি করে দাখিলকৃত প্রার্থীর তালিকা, বাতিলকৃত প্রার্থীর তালিকা, চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা (প্রতীকসহ), প্রত্যাহারকৃত প্রার্থীর তালিকাসহ অন্যান্য চাহিদা মোতাবেক তালিকা CIMS হতে প্রিন্ট করে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

২৮। **প্রাপ্তি স্বীকারঃ** এই পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৫/৪/৩/২০২১

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
e-mail: ecsemc2@gmail.com

সংলগ্নীঃ উপরে বর্ণিত

বিতরণ: ১। জেলা প্রশাসক, ----------------------------(সংশ্লিষ্ট)
২। সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ---------(সংশ্লিষ্ট)
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---------------------------------------(সংশ্লিষ্ট)
৪। উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, -------------------------------(সংশ্লিষ্ট)
৫। ---ও রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০০৫.২১-৮৭

তারিখ: ১৯ ফাল্গুন ১৪২৭ / ০৪ মার্চ ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৬. সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৮. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট) বিভাগ
১১. পুলিশ কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১২. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক (সিআইবি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৫. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৬. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমকে অবহিতকরণ ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৭. জেলা প্রশাসক, ...(সংশ্লিষ্ট)
১৮. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট)
১৯. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২০. উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২২. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৩. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৪. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)
২৬. উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৭. অফিসার-ইন-চার্জ, ...(সংশ্লিষ্ট) থানা।

৪/৩/২০২১

(মোহাম্মদ আশিফাকুর রহমান)
সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-২
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫৫৯
Email: ecsemc2@gmail.com

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর উদ্ধৃতাংশ
চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, ইত্যাদি

২৬। **পরিষদের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা**।– (১) কোন ব্যক্তি এই ধারার উপ–ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন, যদি–

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয়;

(গ) চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের যে কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে;

(ঘ) সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে।

(২) কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচিত হইবার এবং থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি–

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;

(খ) তাঁহাকে কোন আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

(গ) তিনি কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ঙ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;

(চ) তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য হন;

(ছ) তিনি বা তাঁহার পরিবারের উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের কোন কাজ সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা সংশ্লিষ্ট পরিষদের কোন বিষয়ে তাঁহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থে থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাবশ্যক কোন দ্রব্যের ডিলার হন;

(জ) মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার তারিখে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী রাখেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত নিজস্ব বসবাসের নিমিত্ত গৃহ–নির্মাণ অথবা ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ ইহার আওতাভূক্ত হইবে না;

(ঝ) তাঁহার নিকট পরিষদ হইতে গৃহীত কোন ঋণ অনাদায়ী থাকে বা পরিষদের নিকট তাঁহার কোন আর্থিক দায়–দেনা থাকে;

(ঞ) তিনি স্থানীয় সরকার পরিষদ কিংবা সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী পরিশোধের জন্য নির্ধারিত অর্থ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার পরিষদকে পরিশোধ না করেন;

(ট) তিনি পরিষদের তহবিল তসরুফের কারণে দন্ডপ্রাপ্ত হন;

(ঠ) তিনি এই আইনে বর্ণিত অপরাধে অথবা নির্বাচনী অপরাধ সংক্রান্ত অপরাধে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ড) তিনি কোন সরকারি বা আধাসরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি ইত্যাদি হইতে নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি, অসদাচরণ ইত্যাদি অপরাধে চাকুরিচ্যুত হইয়া ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত না করেন;

(ঢ) তিনি বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দন্ডবিধির ধারা ১৮৯ ও ১৯২ এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;

(ণ) তিনি বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দন্ডবিধির ধারা ২১৩, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৫৩ এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;

(ত) তিনি কোন আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসাবে ঘোষিত হন;

(থ) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কৃর্তৃক যুদ্ধাপরাধী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হন।

(৩) প্রত্যেক চেয়ারম্যান ও সদস্য পদপ্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় এই মর্মে একটি হলফনামা দাখিল করিবেন যে, উপ–ধারা (২) অনুযায়ী তিনি চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচনের অযোগ্য নহেন।